ভ্রমণ
মানিক সাহা

ঝিনুকের বুকের ওপর থেকে একটি ছোট ঢেউ
কোন রকম শব্দ না করেই
সমুদ্র চুরি করে নিয়ে গেল।

ভেবেছিলাম দূরতম দ্বীপ থেক উড়ে আসবে
পথ হারানো পাখি।
তাঁর পালকের রঙে রামধনু মাখামাখি হবে,
জলপাই রঙের মেঘ নিয়ে খেলা করবে
শেষ বিকেলের উড়তে থাকা ঘুড়ি...

এসবের কিছুই হল না বলে কষ্টকে প্রশ্রয় দিতে নেই,
এ কথা জেনেও পাহাড়ের দিক থেকে
ছুটে নেমে আসি।

তাই বলে য়ে কথা যেখানে বলা উচিৎ
তাঁর মানচিত্র পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো
খুব একটা ভালো দেখায় না

দেওয়াল ঘড়ি

দেওয়াল ঘড়ির কাঁটায় তিনটি রোগা শালিক বসে থাকে।
এখানে বলে রাখা উচিত যে শালিকগুলো আমার পোষা নয়।
ফলতঃ তারা নিজেদের খেয়ালেই দিনযাপন করে।
আমার চিঠি আসার ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই.
অনেক সময় তাদের রোঁয়া ওঠা ঘাড়ে
সন্ধের গুঁড়ো হয়ে যাওয়া বাষ্পের দাগ লেগে থাকে।

আমি বাহাদুর, বাহাদুর বলে ডাক দিতেই
রোঁয়াগুলো জোনাকি হয়ে
ঘরের ভেতর উড়তে থাকে।

প্রতি রাতে তাদের জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করি
আর ঘুম হয়ে ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কথা
মঞ্জীর বাগ

সেই চন্দ্রিল আলোয়...চাঁদের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে..কথা
সেই চাঁদসিঁড়ি ছুঁয়ে কথারা পাতায়...ফুলে বসে.
কথাদের চোখের ধারায় আলো ঝরে...
কানে কানে বসে অজাত জীবনের পটকথা-রাগময় চিত্র।
পটকথা-জীবনের ব্রতকথা যেন
মাঠজোড়া ধানঘ্রানে আঁকা পিটুলী আঁকা — লক্ষ্মীর পা।

তারা দুহাত বাড়ায়
হাত যেন অনন্ত একডানা...নিমেষে পার হয়ে যায় পথ...
উড়ে যায় একজন্ম থেকে তীব্র জন্মান্তর

তারা দুপায়ে এগোয়
প্রতিপদক্ষেপ আঁকে নবজন্ম কথা.
একজন্ম বেয়ে নৌকা চলে জন্মান্তর
আসলে
এভাবেই, অক্ষরপুরুষ কথার তুলিতে আঁকে
কবিতার জন্মকথা...

মিছিল
রাহুল ঘোষ

রেখে যাচ্ছি স্তিমিত শোক, বাড়ি ফেরার অচেনা পথ
প্রতিটি ফসলের গায়ে লেগে থাকা অশ্রুকথন
আর এই বোধহীন ক্ষমতার ভাষা।

রেখে যাচ্ছি জনহীন প্রান্তরের ছেপে ধরা ভয়
বিমর্ষ আকাশের নীচে একলা কাকতাড়ুয়া
নিস্তরঙ্গা জল জিভে চেটে নিচ্ছে শ্বাপদের ক্ষুধা।

রেখে যাচ্ছি মৃত হাহাকার, আর পুনর্জন্ম প্রতিবাদের
মানুষের দু-চোখ ভরে জ্বলে উঠছে স্ফুলিঙ্গা
সব পথ এসে তাই মিশে যাচ্ছে মিছিলে মিছিলে।